দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 OCT 1991
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

১০ কোটির মধ্যে ১৫ শতাংশ লোককেও সাক্ষর করা দুরূহ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

দুই হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা ছাড়াও এই সময়ে দশ কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করা অপরিহার্য। কিন্তু গণশিক্ষা কর্মসূচী বর্তমান পর্যায়ের চাইতে দশগুণ বৃদ্ধি করিলেও দেড় কোটির বেশী নিরক্ষরকে সাক্ষর করাও অসম্ভব।

(১১শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(শেষ পৃঃ পর)

বর্তমানে দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি। দুই হাজার সাল নাগাদ এই সংখ্যার সহিত আরও দুই কোটি যুক্ত হইবে। এই হিসাব গণশিক্ষা প্রকল্পের বিশেষজ্ঞদের।

এদিকে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত গণশিক্ষা বিষয়ক ৬ সদস্যের টাস্ক ফোর্স আগামী ১০ই অক্টোবরের মধ্যে তিন বছর মেয়াদী সাক্ষরতা কার্যক্রমের 'প্রজেক্ট-কনসেপ্ট পেপার' সরকারের নিকট পেশ করিবে। বর্তমানে গণশিক্ষা প্রকল্প চলতি অর্থ বছরে প্রস্তাবিত ৮ কোটি টাকা বরাদ্দে সাক্ষরতা কার্যক্রম চালু রাখিয়াছে। এনজিও ও সরকারী কার্যক্রম মোট ২০২টি উপজেলায় বহাল রহিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কর্মসূচীকে পাঁচটি পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম হিসাবে চালু করিতে আগ্রহী। এই ধাপগুলি হইতেছে: (১) প্রাক শৈশব শিক্ষা ৪ হইতে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য (২) ৬ হইতে দশ বৎসর বয়সী 'স্কুল হইতে বাদ পড়া' বালক-বালিকাদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (৩) ১১ হইতে ১৪ বৎসর বয়সী নিরক্ষর ও 'স্কুল হইতে বাদ পড়া' কিশোর-কিশোরীদের কৈশোর-শিক্ষা, (৪) ১৫ হইতে ৩৫ বছর বয়সী নিরক্ষরদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা এবং (৫) বিভিন্ন বয়সের জন্য নিরক্ষর দের জন্য সাক্ষরতা ও অব্যাহত জ্ঞানচর্চা কর্মসূচী।

এদিকে গণশিক্ষা ও সাক্ষরতা বিশেষজ্ঞগণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার্থীদের জন্য জনপ্রতি একজন নিরক্ষরকে সাক্ষর করার জন্য পরীক্ষার 'কিছু নম্বর' নির্ধারণের বিষয়টি পুনরায় চালু করার পক্ষে অভিমত দেন। প্রবীণ শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ ফেরদাউস খানের মতে পনের-উর্ধ্ব জনগোষ্ঠির যাহারা ষষ্ঠ শ্রেণী বা ততোধিক মানের লেখাপড়া সম্পন্ন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে চল্লিশ শতাংশকে অন্ততঃ সাক্ষরতা কাজে বাধ্যতামূলকভাবে লাগানো যাইতে পারে। তাহাদের প্রত্যেককে বছরে ৫জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করিতে হইবে এমন কর্মসূচী নেওয়ার জন্য তিনি সুপারিশ করেন। তাহাতে দশ বছরে ৮ কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করা যাইতে পারে বলিয়া তাঁহার অভিমত।

গণশিক্ষা প্রকল্পে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের মতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ সমেত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন মহাপরিচালকের পরিচালনাধীনে গণশিক্ষা ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সমান গুরুত্বে সাক্ষরতা ও গণশিক্ষা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা দরকার। শিক্ষাবিদ ফেরদাউস খানের সুপারিশ মোতাবেক গণশিক্ষা বিষয়ে অব্যাহত গবেষণা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য গণশিক্ষা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনও এই সুপারিশ করিয়াছিল।